শিক্ষা তথ্য ও গবেষণা
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক সংবাদ
তারিখ 29 JUN 1989
পৃষ্ঠা ১ ৪ কলাম

১৪

রাষ্ট্রপতি রিপোর্ট অনুমোদন করেছেন

সিনিয়র সার্ভিস পুল বিলুপ্ত করার সিদ্ধান্ত

মন্ত্রী পরিষদ উপ-কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সরকার সিনিয়র সার্ভিস পুল (এস এস পি) বিলুপ্তির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। গতকাল রাষ্ট্রপতি মন্ত্রী পরিষদ উপ-কমিটির এ বিষয়ক রিপোর্ট অনুমোদন করেন। খবর বাসস'র।

উপ-প্রধানমন্ত্রী অধ্যাপক এম, এ মতিনের নেতৃত্বে কৃষিমন্ত্রী এম, এ মুনএম এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদকে সদস্য করে এই উপ-কমিটি গঠন করা হয়।

কমিটি গতকাল সকালে রাষ্ট্রপতির কাছে এই রিপোর্ট পেশ করে।

রিপোর্ট অনুমোদন করে রাষ্ট্রপতি এরশাদ আশা প্রকাশ করেন: বেশ কয়েকটি ক্যাডারের যে সকল অফিসারের মধ্যে ভবিষ্যৎ পদোন্নতির অভাবে সমস্যা বিরাজ করছিল তা দূর করার জন্য উপ-কমিটির সুপারিশমালা সুদূরপ্রসারী অবদান রাখবে। রাষ্ট্রপতি এই কাজটি সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার জন্য উপ-কমিটিকে ধন্যবাদ জানান।

রাষ্ট্রপতি এরশাদ রিপোর্টের সুপারিশ অনুযায়ী জরুরী ভিত্তিতে আদেশ দেয়ার জন্য সংস্থাপন বিভাগের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন।

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের বিভিন্ন ক্যাডারের অফিসারদের পদোন্নতির অসম সুযোগ সম্ভাবনার বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখার জন্য মন্ত্রী পরিষদ উপ-কমিটি ১৬ বার বৈঠকে মিলিত হয়।

উপ-কমিটি বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা করে দেখে এবং সচিবালয়ে চাকরির প্রতিনিধিত্বের অংশসহ পদোন্নতির বর্তমান সম্ভাবনার মূল্যায়ন করে। কমিটি বিভিন্ন ক্যাডারের অফিসারদের কাজের প্রকৃতি এবং সচিবালয়ে সম্পন্ন কাজের বিষয়টি গভীরভাবে পরীক্ষা করে দেখে।

(শেষ পৃ: ৩ এর ক: দ্র:)

সিনিয়র সার্ভিস পুল

(১ম পাতার পর)

সুপারিশমালা প্রণয়নকালে কমিটি বিভিন্ন ক্যাডারভুক্ত অফিসারদের মাঠ পর্যায়ে নির্ধারিত কাজ ও নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে সহায়ক প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালনে তাদের যোগ্যতার বিষয়টি বিবেচনা করে।

উপ-কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী উপ-সচিব এবং যুগ্ম সচিব পর্যায়ে নির্দিষ্ট কোটা অনুযায়ী সকল ক্যাডারের অফিসাররা সচিবালয়ের কাজে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পাবেন। তবে সচিব এবং অতিরিক্ত সচিবের পদগুলো কড়াকড়ি মেধাভিত্তিতে নির্বাচনের জন্য উন্মুক্ত থাকবে এবং চাকরির জ্যেষ্ঠতা দ্বিতীয় মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

সচিবালয়ে নিয়োগপ্রাপ্ত অফিসাররা তাদের নিজেদের সমপর্যায়ে ক্যাডারভুক্ত পদে ফিরে যেতে পারবেন। এসব অফিসার মাঠ পর্যায়ে এবং সচিবালয়ে কাজ করার মাধ্যমে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন তা গোটা সরকারের দক্ষতা বৃদ্ধির কাজে লাগাতে পারবেন। তবে বিসিএস (সেক্রেটারিয়েট) ক্যাডারভুক্ত অফিসারদের সচিবালয়ের মধ্যেই বদলি করা হবে। এ ব্যাপারে একটি বিশেষ কোটা সংরক্ষিত রাখা হয়েছে।

উপ-কমিটির সুপারিশমালার মধ্যে রয়েছে কয়েকটি পদের উন্নতি এবং অন্য কয়েকটি পদের বেতন স্কেল বৃদ্ধি।

উপ-কমিটির সদস্যবৃন্দ, মন্ত্রী পরিষদ সচিব এম, মুজিবুল হক, সংস্থাপন সচিব কে,এম রব্বানী এবং সুপ্রীম কমাণ্ডারের পিএসও মেজর জে: আবদুল লতিফও রাষ্ট্রপতির কাছে রিপোর্ট পেশের সময় উপস্থিত ছিলেন।